بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

# মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলী এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর কতিপয় উপদেশ

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৫ জুন, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার**

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনা বা উপদেশাবলি বর্ণনা করা হয়েছিল। আজও এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব।

**হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উত্তম চরিত্রের মাধুর্য এমন ছিল যে, কাদিয়ানের যেসব মানুষ সারাক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত থাকত এবং বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না; কিন্তু যখনই তারা তাঁর দরজায় কড়া নাড়ত তিনি খালি পায়ে চলে আসতেন এবং সালামের উত্তর দিয়ে তার ও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতেন এবং বলতেন, কী প্রয়োজনে এসেছেন? তারপর সে যে প্রয়োজনের কথাই বলতো তিনি যথাসাধ্য তা পূরণের চেষ্টা করতেন।

**হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, মীরান বখশ নামক একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ছিল। সে একবার হুযূর (আ.)-কে বড়ো মসজিদ থেকে আসার পথে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ডাকে এবং তাকে টাকা প্রদান করতে বলে। হুযূর (আ.) রুমাল থেকে চার বা আট আনা বের করে তাকে দিয়ে দেন। এরপর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

**মাস্টার নযীর হোসাইন সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, যখনই আমি আমার পিতার সাথে কাদিয়ানে হুযূর (আ.)-এর কাছে আসতাম এবং হুযূরকে সংবাদ দেওয়া হতো যে, হাকীম মরহুমে ঈসা সাহেব এসেছেন, তখন আমি সর্বদা এটিই দেখেছি যে, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি চলে আসতেন এবং কিছু না কিছু খেতে দিতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এত সাদাসিধেভাবে অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, আমি কখনো কখনো তাঁকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, হুযূর (আ.)-এর হাতে কলম থাকত এবং কখনো কখনো আমাদের সাথে খালি পায়ে দেখা করতে চলে আসতেন, অর্থাৎ ঘরের ভেতরে যে অবস্থায় থাকতেন সেভাবেই চলে আসতেন।

**হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)** বলেন, আমার মনে আছে, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত সাহেব (আ.) আমাকে মসজিদ মোবারকে বসান এবং বলেন, বসুন! আমি খাবার নিয়ে আসছি। আমি ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো কোনো সেবককে দিয়ে খাবার পাঠাবেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পর দেখি, তিনি নিজেই একটি বড়ো প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসছেন আর বলেন, আপনি খান; আমি পানি নিয়ে আসছি। মুফতি সাহেব বলেন, এ দৃশ্য দেখে অবলীলায় আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে।

**হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী (রা.)** বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) কখনো দরজা খোলা রেখে বসতেন না অর্থাৎ, দরজা বন্ধ করে বসতেন। তিনি বলেন, আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় হযরত সাহেবযাদা মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব বার বার এসে বলছিলেন, আব্বা দরজার খিল খুলুন আর তিনিও বিরক্ত না হয়ে বার বার উঠে দরজা খুলে দিচ্ছিলেন।

একবার আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই, হুযূর (আ.) তখন চাটাইয়ের ওপর বসে ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি নিজেই খাটটি তুলে ভেতরে নিয়ে যান। আমি বললাম, হুযূর! আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তিনি বলেন, এটি বেশ ভারী, আপনি ওঠাতে পারবেন না। ভেতরে খাটটি পেতে বলেন, আপনি এর ওপরে বসুন। আমার নিচেই আরাম বোধ হয়, আমি নিচেই বসব। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আপনি নির্দ্বিধায় চারপাইয়ের ওপরে বসে পড়ুন। এরপর আমি সেখানে বসি। কিছুক্ষণ পর আমার তৃষ্ণা পেলে তিনি আমাকে দেখে বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, আমি ভেতর থেকে গ্লাস নিয়ে আসছি। তারপর ভেতর থেকে শরবতের দুটি বোতল নিয়ে আসেন যা কেউ মণিপুর থেকে উপহারস্বরূপ তাঁকে পাঠিয়েছিল। হুযূর (আ.) বলেন, এই বোতলগুলো অনেক দিন হয়ে গেছে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ আমি নিয়্যত করেছিলাম, এ শরবত প্রথমে কোনো বন্ধুকে পান করাব, তারপর নিজেরা পান করব। যাহোক, তিনি (আ.) আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দেন। আমি বললাম, প্রথমে আপনি এখান থেকে একটুপান করুন, তারপর আমি এ থেকে পান করব। এরপর তিনি এক ঢোক পান করেন, এরপর আমি পান করি। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এক বোতল আপনি নিয়ে যান আর আরেকটি বোতল বাইরের অতিথিদের পান করিয়ে দিন। আমি হুযূরের নির্দেশ সেভাবেই পালন করি।

একবার লাহোর থেকে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন, যাদের মধ্যে ডক্টর আল্লামা ইকবাল এবং স্যার শাহাব উদ্দীন প্রমুখও ছিলেন। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে **বাবু গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, রাতে খাবার খাওয়ার পর যখন বিছানা বণ্টন করা হয়, তখন আমি একটি মজবুত ও বড়ো খাট নিয়ে নিই, কিন্তু চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব আমার বিছানাপত্র সরিয়ে দিয়ে সেই খাটটি দখল করেন। এরপর হযরত সাহেব (আ.) এসে আমাদের প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? প্রত্যেকেই বলে, হুযূর! আমার কোনো কষ্ট নেই। এভাবে যখন আমার কাছে পৌঁছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, আমি কোথায় ঘুমাব। কেননা আমার খাটের ওপর শাহাব উদ্দীন সাহেব দখল করে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে হুযূর (আ.) বলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য ভেতর থেকে খাট নিয়ে আসছি। এরপর বেশ কিছুক্ষণ পার হওয়ার পরও যখন কেউ আসছিল না, তাই আমি ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি, একজন লোক তাড়াহুড়ো করে খাট বুনছে এবং হযরত সাহেব (আ.) তার মাথার কাছে প্রদীপ ধরে বসে আছেন। হুযূরের এই অবস্থা দেখে আমার খুব লজ্জা হয়। আমি নিবেদন করি, হুযূর! প্রদীপটি আমাকে দিন। তিনি (আ.) বলেন, এখন তো আর মাত্র একটি লাইন বোনা বাকী আছে। হুযূরের এই চরিত্র মাধুর্যের এত গভীর প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল যে, অবলিলায় আমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

**হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.)** বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৮৯৬ সালের কথা। তখন জুন মাস ছিল এবং ভেতরের বাড়িটি নতুন নতুন তৈরি হয়েছিল, দুপুরের সময় সেখানে খাট পাতা

ছিল। আমি শুয়ে পড়ি। হযরত সাহেব (আ.) পায়চারী করছিলেন। যখন আমি জাগ্রত হই তখন দেখি, হুযূর (আ.) খাটের নিচে শুয়ে আছেন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসি। তিনি (আ.) বলেন, আপনি উঠলেন কেন? আমি বললাম, আপনি নিচে শুয়ে আছেন, আমি ওপরে কীভাবে ঘুমিয়ে থাকব? তিনি (আ.) মুচকি হেসে বলেন, আমি তো আপনাকে পাহারা দিচ্ছি; কারণ বাচ্চারা হৈ-চৈ করছিল, তাদের থামাচ্ছিলাম যেন আপনার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে।

**হযরত মুন্সী ইমাম উদ্দীন সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সালে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করি। মাগরিবের নামাযে মুন্সী আব্দুল আজীজ সাহেব আমার সাথে ছিলেন। নামাযের পর মুন্সী সাহেব আমার দিকে ইশারা করে হযরত (আ.)-এর সমীপে আরয করলেন যে, হুযূর! ওনার বয়আত নিয়ে নিন। হুযূর (আ.) বললেন: ভেতরে চলে আসুন। আমি ভেতরে বাইতুল ফিকরে তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন হুযূর (আ.) আমাকে খাটের শিয়রের দিকে বসান এবং নিজে পায়ের দিকে বসেন।

এরপর হুযূর (আ.) বলেন, **আমার অবস্থা তো এমন যে, যদি কারো কষ্ট হতে থাকে আর আমি নামাযে মগ্ন থাকি এবং আমার কানে তার আওয়াজ পৌঁছে, তাহলে আমি নামায ভেঙেও যদি তার কোনো উপকার করতে পারি তাহলে সেই চেষ্টাই করি এবং যতটুকু সম্ভব তার সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করি। কোনো ভাইয়ের বিপদ ও কষ্টে তার পাশে না দাঁড়ানো, নৈতিকতা পরিপন্থী। তোমরা যদি তার জন্য কিছুই করতে না পারো, তাহলে অন্তত দোয়াই করো। আপনাদের কথা তো দূরে থাক, আমি তো বলি যে, ভিনদেশী এবং হিন্দুদের সাথেও এমন চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করো এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করো।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাযি.) বর্ণনা করেন: হুযূর (আ.) যখন কারো সাথে দেখা করতেন তখন মুচকি হেসে দেখা করতেন, যার ফলে তার সমস্ত ক্লান্তি ও কষ্ট দূর হয়ে যেত। তাঁর (আ.) সেই আনন্দ দেখে প্রত্যেক আহমদী অনুভব করত যে, তাঁর (আ.) মজলিসে গেলে হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। তাঁর (আ.) অভ্যাস ছিল যে, সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের কথাও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং বড় ভালোবাসার সাথে উত্তর দিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ জায়গায় মনে করত যে, হযরত সাহেব তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। মজলিসে অনেক সময় মজলিসের আদব-কায়দা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাও দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের কথাবার্তা শুনিয়ে যেত এবং হযরত সাহেব (আ.) নীরবে তা শুনতে থাকতেন। কখনো কাউকে বলতেন না যে এবার থামো। এক ব্যক্তি তাঁর সমীপে উপস্থিত হলো। সে তার মাথা নিচু করে হুযূর (আ.)-এর চরণে রাখতে চাইল। হযরত সাহেব (আ.) হাত দিয়ে তার মাথা সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এই পদ্ধতি বৈধ নয়। আসসালামু আলাইকুম বলা এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করা উচিত।

এক ব্যক্তি, যে ফকির এবং সাজ্জাদানশীনদের (পীর-মাশায়েখদের) ভক্ত ছিল, আমাদের মসজিদে এলো। সে লোকজনকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে আরয করল যে, আপনার মসজিদে কোনো আদব-কায়দা নেই, লোকজন আপনার সাথে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, **আমার এমন নীতি নয় যে, আমি এমন কর্কশ ও ভয়ানক রূপ প্রকাশ করব যাতে মানুষ আমাকে দেখে এমন ভয় পায় যেমন হিংস্র পশুকে ভয় পায় আর আমি মূর্তি হওয়াকে কঠোরভাবে ঘৃণা করি। আমি তো পৌত্তলিকতা খণ্ডন করতে এসেছি, এটা করার জন্য আসিনি যে, আমি নিজেই মূর্তি হয়ে যাব আর মানুষ আমার পূজা করবে। আল্লাহ্‌তা'লা ভালো জানেন, আমি নিজেকে অপরের ওপর বিন্দুমাত্রও প্রাধান্য দিই না। আমার কাছে অহংকারীর চেয়ে বড়ো কোনো প্রতিমাপূজারী ও অপবিত্র আর কেউ নেই। অহংকারী কোনো খোদার উপাসনা করে না, বরং সে নিজেরই উপাসনা করে।**

**হযরত শেখ আব্দুল কাদির সাহেব (রা.)** লিপিবদ্ধ করেন যে, হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব

প্রায়শই বলতেন, আমার পিতা তাঁর জীবন একজন মোঘলের মতো অতিবাহিত করেননি, বরং একজন ফকিরের মতো অতিবাহিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **খোদাভীরুদের (মুত্তাকীদের) শর্ত হলো, তারা তাদের জীবন দারিদ্র্য ও দীনতার মাঝে অতিবাহিত করবে। এটি তাকওয়ারই একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদের অন্যায় ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। বড়ো বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্দীকের জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করা।** তিনি (আ.) বলেন, **আমি চাই না, আমার জামা'তের লোকেরা একে অপরকে ছোটো বা বড়ো জ্ঞান করবে কিংবা একে অপরের ওপর অহংকার করবে বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। খোদা জানেন, কে বড়ো আর কে ছোটো! এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্যতা। যার ভেতরে তাচ্ছিল্যের স্বভাব রয়েছে, এই তাচ্ছিল্যতা বীজের মতো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা আছে এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিছু মানুষ বড়োদের সাথে দেখা করে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু বড়ো তো সে-ই, যে কোনো মিসকিনের কথা মিসকিনের ন্যায় ও দীনতার সাথে শোনে, তার মন রক্ষা করে, তার কথার মূল্যায়ন করে। মুখে এমন কোনো ক্ষোভ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথা উচ্চারণ করে না যার দ্বারা সে কষ্ট পেতে পারে।**

আল্লাহ্ তা'লা বলেন: ওয়ালা তানাবাযূ বিল আলক্বাব, বি'সাল ইসমুল ফুসূকু বা'দাল ঈমান, ওয়ামাল লাম ইয়াতুব ফা-উলাইকা হুমুয যলিমূন। (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, **তোমরা একে অপরকে খ্যাপানোর বা ব্যঙ্গাত্মক নাম ধরে ডেকো না। এই কাজ পাপী ও পাপাচারীদের। যে ব্যক্তি কাউকে খ্যাপায়, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ না সে নিজেও একইভাবে সেই উপহাসে লিপ্ত বা আক্রান্ত হবে। নিজের ভাইদের তুচ্ছ মনে করো না। যখন তোমরা সবাই একই ঝর্ণা থেকে পানি পান করছ, তখন কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করা লেখা আছে।**

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মাঝে প্রকৃত অর্থে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বয়আতের অধীনে এসে আমরা যেন প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার ওপর আমলকারী এবং এর হক আদায়কারী হতে পারি।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

| | |
|---|---|
| Bengali Khulasa Khutba Juma<br>Huzoor Anwar (at)<br>*5 June May 2026*<br>*Distributed by*<br>Ahmadiyya Muslim Mission<br>....................*P.O*........................<br>*Distt*........................*Pin*.........*W.B* | **To,**<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in